শুক্রবার, ১৭ চৈত্র, ১৪২৩
বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ২৪৬

অবশেষে লোকসভায় পেশ হল জিএসটি বিল, এখন অপেক্ষা সংস্কার কতটা হয়

অবশেষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি লোকসভায় জি এসটি বিল পেশ করেছেন। অর্থমন্ত্রীর দাবি, নতুন ব্যবস্থায় পণ্য চলাচল অবাধ হবে। এখন অপেক্ষা করে থাকতে হবে এই বিল কার্যকর হওয়া পর্যন্ত। বুধবার লোকসভায় বিলটি চারভাগে ভাগ করে পেশ করা হয়। এখন বিলটিকে আইনে পরিণত, করতে হলে কেন্দ্রীয় আইনসভার পাশাপাশি দেশের অর্ধেকের বেশি বিধানসভায় পাস করাতে হবে।

এই বিল পেশ করার সময়ে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে সরকারের উদ্দেশ্য কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার প্রবর্তন। তবে এই বিলকে কংগ্রেস সমর্থন করেছে, দলের সাংসদ বীরাপ্পা মইলি বলেছেন যে পণ্য ও পরিষেবা বিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বিলটি ইউপি এ সরকারের আমলেই পাস হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। এনিয়ে অবশ্যই বিতণ্ডা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জেটলি বলেছেন, জিএসটি হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই বিল নিয়ে মতভেদ ছিল। ফলে আমকে সময় পার হয় বিরোধ মেটাতে। শুধু তাই নয়। জিএসটি কাউন্সিলের ১২টি বৈঠকের পর এ বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হয়েছে। কাউন্সিলের বৈঠকে অধিকাংশ রাজ্যের প্রতিনিধি জিএসটি পাসের বিষয়ে একমত হয়েছে। এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুরের ভাবে কেদার একটি গান বলিতেছেন—
মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা—
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,
ও সে উজান পথে করে আনাগোনা (ভাবের মানুষ)।
ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিতেছেন। ৪টা বাজিয়াছে,—মা কালীর ঘর খোলা হইয়াছে। ঠাকুর সাধুকে সঙ্গে করিয়া
মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন।
কালীঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধুও হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন জী, দর্শন! সাধু (ভক্তিভরে)—কালী প্রধানা হ্যায়।
শ্রীরামকৃষ্ণ—কালী ব্রহ্ম অভেদ। কেমন জী?
সাধু—যতক্ষণ বহির্মুখ, ততক্ষণ কালী মানতে হবে। যতক্ষণে বহির্মুখ ততক্ষণ ভাল মন্দ; ততক্ষণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাজ্য।
"এই দেখুন, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহির্মুখ ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যাজ্য। আর উপদেশের জন্য এটা ভাল, ওটা মন্দ;—নচেৎ ভ্রষ্টাচার হবে।"
ঠাকুর সাধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—দেখলে,—সাধু কালীঘরে প্রণাম করলেন!
মণি—আজ্ঞা, হাঁ!
পরদিন সোমবার, ৩১ শে ডিসেম্বর। বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর ভক্তদের ঘরে বসিয়া আছেন। বলরাম, মণি, রাখাল, লাটু, হরিশ প্রভৃতি আছেন। ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন—

(মুখে জ্ঞানের কথা—হলধারীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা)

"হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ম, উপনিষৎ,—এই সব রাতদিন পড়তো। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাঁকতো। আমি যখন কাঙ্গালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তখন বল্লে, 'তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!' আমি বল্লাম, 'তবে রে শ্যালা, আমার আবার ছেলে পিলে হবে! তোর গীতা, বেদান্ত পড়ার মুখে আগুন!' দ্যাখো না এদিকে বলছে জগৎ মিথ্যা!—আবার বিষ্ণুঘরে নাক সিঁটকে ধ্যান!" *(ক্রমশ)*

দিনপঞ্জিকা

১৭ চৈত্র, ভাঃ ১০ চৈত্র, **৩১ মার্চ,** ১৭ চ'ত সংবৎ ১৭ চ'ত, সংবৎ ৪ চৈত্র সুদি, ২ রজব। বদি, সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।

শুক্রবার, চতুর্থী রাত্রি ঘ ১২।১৯ মিঃ। ভরনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১০।১৪ মিঃ। বিষ্কম্ভযোগ দিবা ঘ ১০।৩০ মিঃ। বণিজ্যকরণ, দিবা ঘ ১।২৯ গতে বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ১২।১৯ গতে ববকরণ। **জন্মে**—মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ঘ ১০।১৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ৩।৫০ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। **মৃতে**—দোষ নাই, দিবা ঘ ১০।১৪ গতে দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**—নৈর্ঋতে, রাত্রি ঘ গতে ১২।১৯ গতে দক্ষিণে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।৩৯ গতে ১১।৪২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।৪৫ গতে ১০।১৪ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম**—নাই। **বিবিধ**—তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ চৈত্র, ভাঃ১০ চৈত্র,**৩১ মার্চ,** ২ রজব ১৭ চ'ত উঃ৫/৩৬, অঃ৫/৪৭, শুক্রবার, চতুর্থী রা ঘ ১২/১৮,সেহরী শেষ ৪/১০, ইফ্তার ৫/৫৫।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ইউপিতে যোগী এখন হয়ে উঠেছেন মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এক গৈরিক জননেতা

মানুষের আবেগ উস্কে দেওয়ার পুরনো কৌশল নেওয়া হচ্ছে

অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়

যোগী আদিত্যনাথকে ইউপি'র মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাছার পিছনে রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য। ভোটের পুরো প্রচারপর্বে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী সম্পর্কে বিজেপি একটি শব্দও খরচ করেনি। নানা নাম এই প্রসঙ্গে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে। রাজনাথ সিং, রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোজ সিনহা এবং অন্যদের নাম শোনা গিয়েছে। কিন্তু, কখনও গোরখনাথ মঠের মহন্তের নাম শোনা যায়নি। অথচ, তিনিই ছিলেন রাজ্যে বিজেপি'র সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। দল কি এমন ভেবেছিল যে, এই নামটি ঘোষিত হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহ অন্যান্য ভোটার বিগড়ে যেতে পারে? সেই কারণেই প্রচার পর্বে কেবল নরেন্দ্র মোদী তাস খেলা হল? যে নাম জাত, ধর্ম নির্বিশেষে সাড়া জাগাতে পারে? এই অঙ্ক অবশ্যই কাজে লেগেছে। বিজেপি ৪০৩টি'র মধ্যে ৩১২টি আসন হস্তগত করতে পেরেছে। যখন রাজ্যটিকে ঝুলিতে পুরে ফেলা গিয়েছে, তখনই পর্দার ওপাশ থেকে যোগীকে মঞ্চের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত যোগীর দিক থেকে কোনও ভুল পদক্ষেপ দেখা যায়নি। যদিও বিজেপি হয়ত কিছুটা হলেও চিন্তায় আছে। এমন এক অবস্থায় নিউইয়র্ক টাইমসের অঙ্কের এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে যোগীর উত্থান আশঙ্কাযুক্ত। যা কঠিন এক রাজনৈতিক অঙ্কের পূর্বাভাস দিচ্ছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ভাবতে শুরু করেছে যে, ইন্দিরা গান্ধির আমলে অসাম্প্রদায়িক বনে যাওয়া ভারতকে বিশ্বে রাষ্ট্রে পরিণত করা অসম্ভব নয়। হতে পারে এটা ওই সংবাদপত্রের অভিমত। কিন্তু, পররাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এই প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কারণ, সেই বিবৃতির ওই সংবাদপত্রের অভিমতকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে, তেমনি মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

মোদীর উন্নয়নমুখী অগ্রাধিকারের জায়গায় কোনও পরিবর্তন হবে না বলে ভারত সরকার সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাইছে। বিশেষত যোগীর নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে। যোগীও দলের মতো করেই কথা বলছেন। তিনিও উন্নয়নের কথা বলছেন। পথেঘাটে মহিলাদের উত্যক্ত করার প্রবণতা বন্ধ করা জাতীয় পরিবেশ আদালতে নির্দেশ অনুযায়ী মাংস ব্যবসা চালানোর কথা তিনি বলছেন। কিন্তু, তারপরেও বিতর্ক থামছে না।

অনেকেই এটাকে নিয়ন্ত্রিত হিন্দুত্ববাদ বলেছেন। এঁরা মনে করেন, এই মানসিকতার বিষ এখনও ক্ষরিত হচ্ছে। কোনও ভারতবাসী বন্দে মাতরম বলতে না চাইলে বা গোহত্যা বন্ধ করতে না চাইলে হাড় ভেঙে দেওয়ার হুমকি যেসব বিজেপি বিধায়ক দিচ্ছেন, তার সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু, যোগী মোদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। আর্থিক কর্মসূচি বা গৈরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করছেন।

এখনও পর্যন্ত বিষয়টি ভোটে জেতার আদর্শ ফরমুলা। অন্তত ইউপি ভোটের ফল তাই বলছে। যদিও একটি ভুল পদক্ষেপ সেই ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। যা হয়েছিল ২০০২ সালের গুজরাটে। যার ফল ২০০৪ সালে ভুগতে হয়েছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীকে। সেই একই ভুল বিজেপি'র পক্ষে করা যাবে না। যদিও ২০১৪ সালে কংগ্রেসের মণিশংকর আইয়ার বলেছিলেন, মোদীর মুখোশ খোলার অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন। কিন্তু, সেই সময় এখনও আসেনি। কারণ, বিজেপি জানে, ২০১৩ সালে চার রাজ্যে ভোটে জিতে যে ভাবমূর্তি তারা গড়তে পেরেছিল, সেটাই ২০১৪ সালে কাজে দিয়েছে।

অনেকেই ভেবেছিলেন, যোগীকে বেছে বিজেপি ঝুঁকি নিল। কিন্তু, এভাবে কট্টরপন্থীদের বার্তা দিল যে, এভাবেই চালিয়ে যাও। যোগী আগে ঘরওয়াপসি এবং লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেও পিছিয়ে গিয়েছিলেন। এখন যদি তিনি ব্যর্থ হন, তাহলেও বিজেপি'র কাছে বিকল্প থাকবে। কিন্তু, গরম মাথাওয়ালাদের মোদী বা যোগী কতদিন ঠান্ডা রাখতে পারবেন? কারণ, বিজেপি সঙ্ঘ পরিবারের একটি শাখামাত্র। অন্যান্য শাখাগুলি অর্থনীতি নিয়ে সেভাবে ভাবিত নয়। তারা তাদের ধর্মীয় ভাবধারার সম্প্রসারণই চাইবে। যাতে হিন্দুরাষ্ট্র গঠন সম্পূর্ণ হয়।

এমন মনোভাব যাঁদের, তাঁরা বাজপেয়ীর আমল থেকে অপেক্ষারত। এঁরাই রামমন্দির তৈরির অপেক্ষায় রয়েছেন। যার ফল এভাবে ভুগতে হয়েছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীকে। সেই একই ভুল বিজেপি'র পক্ষে করা যাবে না। যদিও ২০১৪ সালে কংগ্রেসের মণিশংকর আইয়ার বলেছিলেন, মোদীর মুখোশ খোলার অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন। কিন্তু, সেই সময় এখনও আসেনি। কারণ, বিজেপি জানে, ২০১৩ সালে চার রাজ্যে ভোটে জিতে যে ভাবমূর্তি তারা গড়তে পেরেছিল, সেটাই ২০১৪ সালে কাজে দিয়েছে।

অনেকেই ভেবেছিলেন, যোগীকে বেছে বিজেপি ঝুঁকি নিল। কিন্তু, এভাবে কট্টরপন্থীদের বার্তা দিল যে, এভাবেই চালিয়ে যাও। যোগী আগে ঘরওয়াপসি এবং লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেও পিছিয়ে গিয়েছিলেন। এখন যদি তিনি ব্যর্থ হন, তাহলেও বিজেপি'র কাছে বিকল্প থাকবে। কিন্তু, গরম মাথাওয়ালাদের মোদী বা যোগী কতদিন ঠান্ডা রাখতে পারবেন? কারণ, বিজেপি সঙ্ঘ পরিবারের একটি শাখামাত্র। অন্যান্য শাখাগুলি অর্থনীতি নিয়ে সেভাবে ভাবিত নয়। তারা তাদের ধর্মীয় ভাবধারার সম্প্রসারণই চাইবে। যাতে হিন্দুরাষ্ট্র গঠন সম্পূর্ণ হয়।

এমন মনোভাব যাঁদের, তাঁরা বাজপেয়ীর আমল থেকে অপেক্ষারত। এঁরাই রামমন্দির তৈরির অপেক্ষায় রয়েছেন। যার ফল ২০০৪ সালে ভুগতে হয়েছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীকে। সেই একই ভুল বিজেপি'র পক্ষে করা যাবে না। যদিও ২০১৪ সালে কংগ্রেসের মণিশংকর আইয়ার বলেছিলেন, মোদীর মুখোশ খোলার অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন। কিন্তু, সেই সময় এখনও আসেনি। কারণ, বিজেপি জানে, ২০১৩ সালে চার রাজ্যে ভোটে জিতে যে ভাবমূর্তি তারা

'সবে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'

বিউটি দত্ত

বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনের বহু পূর্বেই যে আন্দোলন বাংলার বুকে আছড়ে পড়িয়াছিল তাহাই হইল নারী-মুক্তি আন্দোলন। নর ও নারীর পার্থক্যমূলত প্রকাশ করা হইত। শিক্ষা ও সমাজের গৃহস্থের অন্দর মহলে যে বিশেষ ক্রিয়া কর্ম সম্পাদিত করা হইত দৈনন্দিন ধরাধাঁরা রুটিন মাফিক জীবনধারা ও মহিলাদের আচার ব্যবহার কথাকর্তব্য চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রথার উপর।

আত্ম-সচেতনা একটি মানবিক দিন বা মুখ

নারী শক্তি লুকিয়ে থাকতো প্রথমে কন্যা, পরে স্ত্রী, সন্তান পালনের প্রাচীন সনাতন প্রথার বিবিধ ধারায়। পবিত্র 'গীতা'র কিছু ছত্র তুলে ধরলাম।

সত্ত্ব-রজঃ তমগুণ প্রকৃতি অদ্ভুত

বাধ্য করি করে জীবে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত।

সংমত করি যে জনে কর্ম্মেন্দ্রিয়-চয়।

মনে মনে চিন্তা করে ইন্দ্রিয় বিষয়।

সেইরূপ এ সংসারে মূঢ় মতি জনে

কপট আচারী ভণ্ড বলে সর্ব্বজনে।

সকল জীবের আত্মা যায় আত্মা নয়

ফল যিনি পরব্রহ্মে করি সমর্পণ।

অনাসক্তভাবে কর্ম করেন সাধন।

নির্লিপ্ত কমল দলে সলিল যেমন পাপে লিপ্ত নাহি হন তিনিও তেমন।

গীতায় বর্ণিত ত্রিগুণের একটি গুণকে অবলম্বন করিয়া গড়ে উঠেছে। চিরন্তন অবিচ্ছেদ্য যৌথ পরিবার।

এই যৌথ পরিবারের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ তৎকালীন সময়ে প্রাচীন সনাতন প্রথায় পঠন-পাঠন, নয়ন ভোলানো শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করিয়া চুপচাপ সাংসারিক জীবনযাপন হাসিমুখে করিবার বিধান দিয়েছিলেন তৎকালীন শ্রাদ্ধজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কুৎস্কারে বিশ্বাসী পণ্ডিত সমাজের মহাদয়গণ।

সর্ব্বোপরি মহিলারা উপযুক্ত কতটা বৈবাহিক জীবনে তাহা একমাত্র বিচার করা হতো তাহাদের রূপের জেটলুকের নিরিখে ও সুরন্ধন প্রণালীর পরিকাঠামোতে। কায়স্থ বৈদ্য, ব্রাহ্মণ কায়ন্ত বংশের মহিলারাই ঘরে কিংবা বাহিরে নিজস্ব পড়াশুনা বা স্বাধীনভাবে মেধার দ্বারা কিছুই বাহিরে শিখিতে বা ব্যবহার করিতে পারত না কঠিন অনুশাসনের দায়বদ্ধতায় চাপে পড়িয়া।

আধুনিক সমাজের মানব ও মানবীগণ একটা বিষয়ে অবশ্যই অবগত আছেন যে আমরা মেয়েরা এমন পুরো মাত্রায় স্বাধীন। তাই আমরা পুরাতন জীর্ণ সাবেকি আমলের 'নিয়মপালন ঝেড়ে ফেলে অতি উঁচুমাপের 'স্বাবলম্বী' জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

মহিলাদের 'স্বাবলম্বী' জীবনে শুধুই যে আলো ও আনন্দ বিরাজ করিয়া চলে তাহা কিন্তু নয় আনন্দ ও সুখের পিছনে দুঃখ ও কালো দিকটাও ভয়ংকর রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে সমাজের অলিতে গলিতে, আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনের। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অসংখ্য ভদ্র, মার্জিত স্বল্পভাষী সুশিক্ষিতা মহিলাগণ।

মহিলারা 'স্বাবলম্বী' হওয়ার দরুন ঘরে ও বাহিরে কঠিনতর সংগ্রামের মধ্য দিয়া নিজেদের জীবন অতিবাহিত করিয়া চালিয়াছেন। ভারতবর্ষে আমাদের সমাজ অনেকটাই পুরুষকেন্দ্রিক। এমতবস্থায়, মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়াশুনা শিখিয়া নিজেদের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। মেয়েরা উচ্চ মেধাবী হওয়ার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিভিন্ন গবেষণার কাজে মনোনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাদের যোগ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুরুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মহিলারা স্কুলে, কলেজে, অফিসে, বিমানে, নিরাপত্তা তথা পুলিশ বিভাগে, আইন সহায়ক বিভাগে। ক্রীড়া বিভাগে, রাজনীতি বিভাগে বিভিন্ন পেশায় কর্ম করিয়া তাঁহারা তাহাদের সাংসারিক জীবন সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন।

মহিলারা শাসন ব্যবস্থার মতন জটিল পেশাতেও সমান দক্ষতার সহিত পালন করিয়া চলিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখমন্ত্রী প্রত্যেকটা বিভাগে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় ইতিমধ্যেই জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা সর্বজনবিদিত হইয়া আছেন।

মহিলারা তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগে অর্থাৎ নৃত্য-গীতে বাজনায়, অভিনয়ে প্রভৃতি কলাকুশলীতে তাহারা পুরুষের সমান পারদর্শিতার স্বাক্ষর করিয়া নিজেদের অপূর্ব মহান প্রতিভার পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন।

এবার আপনাদের নিক একটা বিষয়ে আলোকপাত করিতে চাহিতেছি। তাহা হইল মহিলারা নিজেদের 'স্বাবলম্বী' করিতে গিয়া বহু বিপদ বাধা-বিপদের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। এই সাংঘাতিক বিপদ এতটাই ভয়ংকর আকারে ধারণ করিয়াছে যে অচেতন দুষ্ট অবিবেচক মানুষগুলি পশুর মতন তাহাদের দৈহিক নির্যাতন করিয়া চলিয়াছে, এই দৈহিক নির্যাতনের মাত্রা ধর্ষণের পর্যায়ে প্রায়শ পড়িয়া যায়। এমতবস্থায়, এই ছোট প্রতিবেদনে আমি জানাতে চাই। আপনারা জাগ্রত হইন, মহিলাদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন, তাহারা ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে না রেখে দেবী 'দুর্গার' মতন দশ হস্তে দশ রূপ ধারণ করিয়া অপরাধীকে উচিত সাজা দিতে প্রস্তুত হয়ে উঠুক। এই কামনা মঙ্গলময় দেব-দেবীর কাছে নিবেদন করিলাম।

বর্তমান সমাজে ঘরের বাহিরে পেশাগত জীবন চলানোর মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। কিছু অর্থলোভী সমাজবিরোধী নারী মাংসলোলুপ মানুষের দল এই কমটি করিতেছে বহু অর্থের বিনিময়ে।

কথায় বলে,

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়।

উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

মহিলারা এখন পুঁথিগত বিদ্যাও আধুনিক শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করিতেছে তাহারা মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন। বিভিন্ন মহাকাশযানে চড়ে সতীথদের সঙ্গে একত্রিত যাত্রার ছত্রছায়ায়।

এমতবস্থায়, যদি উপরিক্ত প্রবাদ বাক্যটিকে ধুলিসাৎ' করিয়া নিজেদের আত্ম সচেতনতা বজায় রাখিতে না পারা যায় তবে সমাজের বুকে নামিয়া আসিবে কালো রাত্রি, আঁধারে ঢাকিয়া যাইবে ফুলের মতন পবিত্র বহু মহিলার জীবনধারা।

সমাজকে গ্রাস করিবে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান গোছের অসভ্য বিবেকশূন্য মানুষের দল। তাই এখনও সময় আছে। সমাজকে অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেবেন না। দু'হাতে চেপে ধরুন নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি আর এগিয়ে চলুন ভয়কর বাধা খাওয়া সমাজকে বাঁচাতে, সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলুন। সুন্দর পরিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ নির্মল বায়ু বা বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণ করুন।

মুছিয়া ফেলুন অন্তরের জীর্ণ মলীনতা। দেহ-মনের পবিত্রতা বজায় রেখে যে কাজ করা যায় তাহাই 'চারি বেদের' সমান। সব শেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঠিক কয়েক অমৃতময় বাণী লিখে দিয়ে শেষ করলাম।

বাংলার মাটি, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান
বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা বাঙালার ঘরে যত ভালোবাসা এক হউক এক এক হউক, হে ভগবান।

সম্পাদক সমীপেষু

একজন সফল নির্বাচন কমিশনার হিসাবে ম্যাগ সাই সাই পুরস্কার পেয়েছিলেন টি এন শেষণ

এটা আমার ভারতবর্ষ, এটা আমাদের প্রতিটি মানুষের ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমাদেরও গর্ব হয় একজন ভারতীয় হয়ে নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র (ভোটার কার্ড) দিল্লিবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। সরকারিকার্যে দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ ও বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে। সম্প্রতি শান্তিপূর্ণ। সুশৃঙ্খলও পরিচ্ছন্ন নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে। বিশেষ সাফল্যের নিদর্শন তিনি রেখেছিলেন। যার দরুন ১৯৯৬ সালে তিনি ম্যাগ সাই সাই পুরস্কার পেয়েছিলেন। আজ বলতেই হবে, নাগরিক হওয়ার প্রমাণপত্র তিনিই দিয়ে গেছেন। সবদাই তিনি আমাদের মনের মধ্যে রয়েছেন।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে,বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয়

লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়